গীতিমঞ্জরী।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪২।

বিজ্ঞাপন

অধুনা কৃতবিদ্য ও পণ্ডিত মহোদয়গণ, বাঙ্গালাভাষায়, নানাবিধ নাটক, উপাখ্যান ও গীতিপুস্তক প্রকাশ করিয়া, বিদ্যোৎসাহিজনসমীপে যদ্রূপ খ্যাতিলাভ করিতেছেন, মাদৃশ জনের পক্ষে তদ্রূপ খ্যাতিলাভের প্রত্যাশা নিরবচ্ছিন্ন দুরাশামাত্র। বস্তুতঃ, এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া, সময়ে সময়ে, দুই একটি গীত রচনা করিয়া, শ্রীযুত বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা গাওয়াইতাম। বন্ধুগণ, শুনিয়া, পরিতোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, গীতগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সবিশেষ অনুরোধ করেন। আমার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, তদীয় ইচ্ছা ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে হইল। এই পুস্তকদর্শনে সাধারণের মনোরঞ্জন হইবেক, সে প্রত্যাশা নাই; যদি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহারা এক বার দৃষ্টিগোচর করেন, তাহা হইলেই, আমার সকল শ্রম সম্পূর্ণ সফল হইবেক।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, স্বর ও তালের নির্ণয়করণ বিষয়ে, শ্রীযুত, বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন; আর, বালিনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষাল, যৎপরোনাস্তি শ্রমস্বীকার পুরঃসর, ভাষার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

পাইকপাড়া—রাজবাটী।
১২৯২ সাল।
২রা ভাদ্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ

গীতিমঞ্জরী।

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল চৌতাল।

শঙ্কর হর মহাযোগী মহাদেব পিণাকধারণ।
ভূতনাথ ভূত সাথ, কি হেতু শ্মশানে ভ্রমণ॥
পার্ব্বতীপতি গঙ্গাধর,
এ আশ্রিত জনে কৃপা কর হর,
দাও দাও মোরে বিবেক-হার,
গলেতে করি হে ধারণ।
কেন হেরি আজি ভীষণ মূরতি,
হেন রূপ কেন কৈলাসপতি,
বুঝি বিশ্বভার হরিবারে মতি,
রিপুদলে করি ছেদন :—
সাধনা না জানি শশাঙ্কশেখর,
অকিঞ্চন পূর্ণচন্দ্রে মুক্ত কর,
স্থান দিয়ে পদে করুণা-আধার,
ক'র না দীনে বঞ্চন॥

রাগিণী খাম্বাজ।

তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় শঙ্কর সর্ব্বগুণাকর,
উমেশ পিণাকধারক ভয়ঙ্কর।
ডম্বুরবাদক, ত্রিপুরনাশক,
শিবদাতা জয় গঙ্গাধর ॥
জয় বিশ্বেশ্বর, জয় ত্রিভুবনধর,
জয় মকরধ্বজ-দর্পহর।
ওহে মহাযোগী, কর দীনে যোগী,
হর পার্ব্বতীহৃদয়েশ্বর ॥
সংসার-কারাগারে, কত আর রাখিবে মোরে,
অনুগত জনে কৃপা বিতর।
পূর্ণচন্দ্র দীন, ভজনবিহীন,
তত্ত্বমসি মন্ত্রে উদ্ধার ॥

রাগিণী ইমন-কল্যাণ।

তাল আড়া ঠেকা।

অশান্ত হইও না মন, অনন্ত দেবেরে স্মর।
হরি হরি বল মুখে, পাইবে চরণ তাঁর॥
তাঁহার নামের গুণে, তরিবে ভব-বন্ধনে,
আশা হবে নিবারণ, হবেরে হবে উদ্ধার।
ধন জন পরিবার, কোথায় রবে তোমার,
চিন্ত সেই সারাৎসার, যিনি ভব-কর্ণধার॥
শ্রীপতি রাধাবল্লভ, কবে ত্যজিব বিভব,
কবে পাব কৃপা তব, সুখী হইবে অন্তর:—
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, নাশ নাথ ঋপুদলে,
হীন জনে কৃপাময়, নিজগুণে কৃপা কর॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল চৌতাল।

ঝলসিয়ে অসি, করে মুক্তকেশী,
বিকটবেশেতে, রণে নেচে যায়।
মরি রে রূপেতে, ঝলকে দামিনী,
কাহার ভামিনী, এল এ ধরায়॥
ত্রিলোক কাঁপায় ভীষণ গর্জ্জনে,
মার মার বাণী, ভাষিছে বদনে,
দেবগণ পড়ি লুটায় চরণে,
হুহুঙ্কার রবে জগত কাঁপায়।
পূর্ণচন্দ্র কহে শুন হে রাজন্,
জেনেছ যদ্যপি নিশ্চয় মরণ,
সসৈন্যেতে লও চরণে স্মরণ,
মুক্ত হ'য়ে যাবে, ভব-যন্ত্রণায়॥

রাগিণী বাগেশ্রী।

তাল আড়া ঠেকা।

ভ্রান্ত হইয়ে কেন পড়েছ হে মায়া-জালে।
ভাসিতেছ দিবা নিশি সদা আনন্দ-হিল্লোলে॥
যৌবন বিষয় ধনে, মত্ত হ'য়ে প্রতিক্ষণে,
বিহরিছ নিশি দিনে, কেন এত কুতুহলে।
এসে এ অনিত্য ভবে, মনে কি আছ হে ভেবে,
চির দিন সুখে যাবে, সুধা উঠিবে গরলে॥
কাল আসি ভীম বেশে, ধরিবে যখন কেশে,
কোথায় রহিবে শেষে, একবার না ভাবিলে:—
অতএব সাবধান, যদবধি রহে প্রাণ,
কর হরি-গুণ গান, ভাসিবে সুখ-সলিলে॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি।

তাল আড়া ঠেকা।

তুমি হে আমার গতি এই সংসার-কাননে।
এস যতনে পূজি রাখিয়ে হৃদয়-আসনে॥
কৃপা ক'রে এ অধীনে, হের করুণা-নয়নে,
কৃপা-বারি বিন্দু দানে, রক্ষ হে আশ্রিত জনে।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, মম জীবনের জীবন,
তোমা বিনা পরিত্রাণ, বল পাইব কেমনে॥
দয়াময় নাম ধর, জগত যন্ত্রণা হর,
আশ্রিতে না দয়া কর, কলঙ্ক রবে জগতে।
শুনিয়াছি ঐ পায়, পাপী তাপী ত'রে যায়,
তাই ডাকি হে তোমায়, দাও স্থান শ্রীচরণে॥

রাগিণী ললিত।

তাল জলদ তেতালা।

বারেক করুণা-নেত্রে হের ত্রিনয়নী।
অকূল পাথারে পড়ে, কূল না পাই জননী॥
হেরিয়ে তরঙ্গ-রঙ্গ, আতঙ্গে কাঁপিছে অঙ্গ,
বুঝি খেলা হ'লো সাঙ্গ, অনঙ্গ-ভয়হারিণী॥
বিষম ইন্দ্রিয়গণ, সতত প্রমত্ত মন,
নাহি মানিছে বারণ, জ্ঞানপ্রদায়িনী।
অনিত্য সুখ আশায়, পাপ-পঙ্কে সদা ধায়,
ডুবালে বুঝি আমায়, ওগো ত্রিপাপহারিণী॥
ধরিয়ে বেশ করাল, নিকটে আসিছে কাল,
না মানিবে কালাকাল, কাল-বারিণী।
উপায় না দেখি আর, চারি দিক্ অন্ধকার,
পূর্ণচন্দ্রে এইবার, রক্ষা কর দাক্ষায়ণী॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া ঠেকা।

কেমনে বাঁচিবে ওহে কুরঙ্গ কাননে।
সতত ভ্রমিছে ব্যাধ, লয়ে শর শরাসনে॥
দুরন্ত শ্বাপদগণ, করিয়ে ভীম গর্জ্জন।
চারি দিকে সঞ্চরণ, করে তব অন্বেষণে॥
প্রচণ্ড রবি-কিরণে, মরীচিকা দরশনে,
বিষম সঙ্কট তব, তৃষিত জীবনে:—
ক্ষণে ক্ষণে দাবানল, ধরি শিখা সুচঞ্চল,
দগ্ধ করে বনস্থল, মরে জন্তু অগণনে॥
তোমারে ধরিবে ব'লে, পাতি ফাঁদ সুকৌশলে.
কত স্থানে কত জন, আছে গোপনে:—
পূর্ণচন্দ্র কহে সার, কি চিন্তা কর ইহার,
আছেন সেই করুণাধার, দুর্ব্বল-ভয়-ভঞ্জনে॥

রাগিণী রামকেলী

তাল কওয়ালি।

জ্ঞান-নেত্রে হের একবার। (মন)
পাবে দরশন, সে পীতবসন,
অনাদি-কারণ, জগত-আধার॥
হৃদি পদ্মাসনে, ভাবিলে সে জনে,
পাপ তাপ ভয়, নাহি রয় মনে,
দিয়ে জ্ঞান-অসি, শত্রু-দলে নাশি,
অনায়াসে ভব-সিন্ধু হবে পার।
ভক্ত-বাঞ্ছা যিনি, পূরণ করণে,
ধরি নানা সাজ, তুষি জগজ্জনে,
শান্তি-নিকেতনে, পাঠান যতনে,
পূর্ণচন্দ্রে কেন, বিড়ম্বনা আর॥

রাগিণী ললিত।

তাল আড়া ঠেকা।

—০:০—

এই নিবেদন হরি, করি তব রাঙ্গা পায়।
জ্ঞানচক্ষে হেরি ওরূপ, অন্তে যেন প্রাণ যায়॥
তব চরণসম্ভূতা, জগন্ময়ী জগন্মাতা,
সুরধুনী-তটে স্থান, পাইহে কিঞ্চিৎ:—
অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-দেহ ভূমিতলে,
বন্ধুবর্গ শ্রুতিমূলে, হরেকৃষ্ণ-নাম গায়।
দিব্য বস্ত্র পরাইয়ে, অঙ্গে মৃত্তিকা লেপিয়ে,
নাম-হার কণ্ঠে হরি, ধারণ করায়:—
দীন পূর্ণচন্দ্র ভনে, অন্য সাধ নাহি মনে,
দারা পুত্র সন্নিধানে হাসিয়া হই বিদায়॥

———

রাগিণী বেহাগ।

তাল এক তালা।

আমায় পার কর।
না জানি সাঁতার, ওহে কর্ণধার,
তাহে পাপ-ভরে শীর্ণ কলেবর॥
যে দেখি সাগর-তরঙ্গ-সঙ্কুল,
কিসে উত্তরিব ভাবিয়ে আকুল,
নাহি কিছু মম সুকৃতি-সম্বল,
কি দিব পারেরি কর।
পূর্ব্বেরি সঞ্চয় যাহা কিছু ছিল,
জুটে ঋপু দলে সব লুটে নিল,
পড়িয়ে ফাঁপরে করুণা-আধার,
ডাকি তোমায় নিরন্তর:—
পূর্ণচন্দ্র কহে মম বাক্য ধর,
মন-পুষ্প-ভক্তি চন্দনাক্ত কর,
কৃষ্ণায় নমঃ বলে, শ্রীচরণে ধর,
সংশয় করি অন্তর॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল এক তালা।

ওহে নাবিক সুন্দর।
হের কৃপাচক্ষে ভাসিতেছি দুঃখে,
দেখে অকূল সাগর॥
হৃদয়-আকাশে, মোহমেঘ-জাল,
তুলে ঘোর বাত্যা ঘটালে জঞ্জাল,
আতঙ্গেতে প্রাণ হতেছে আকুল,
তাই ডাকি নিরন্তর।
আয়ু-সূর্য্য হ'লো অস্তাচল গত,
কাল-নিশা ক্রমে হইল আগত,
অজ্ঞান-তিমিরে নাহি দেখি পথ,
কি বিপদ হ'লো মোর:—
পূর্ণচন্দ্র বলে কি হবে কাঁদিলে,
পাবে তাঁরে ভক্তি ডোরেতে বাঁধিলে,
দিয়ে চরণ-তরী লবেন পার করি,
মিছে কেন ভয় কর॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল এক তালা।

—◦◦◦—

পাপ-বিষধর।

সহসা আসিয়ে হৃদয়ে দংশিয়ে করিল কাতর॥

এ শ্বপু-শ্বাপদ সঙ্কুল কানন,

করি দরশন, কাঁপিতেছে প্রাণ,

ঘোর তমোময় এ কি অলক্ষণ,

দৃষ্টি পথ রোধ মোর।

কহিতেছে পূর্ণচন্দ্র অকিঞ্চন,

দয়া করে দীনে দেহ শ্রীচরণ,

বিষের যাতনা বাড়িছে দ্বিগুণ

প্রাণ বুঝি হয় অন্তর॥

রাগিণী বেহাগ ।

তাল এক তালা ।

হরিষ-শশিকিরণ ।
সহসা বিষাদ-মেঘেতে ঢাকিল মানস গগন ॥
কাঁপিছে অন্তর নিরানন্দ ঝড়ে,
ঘন ঘন নাথ হিংসা বারি পড়ে,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা অশনি পতন,
এ কি হেরি অলক্ষণ ।
এ ভব মাঝেতে, কেন এসে ছিলাম,
হায় পরমার্থ তত্ত্ব ভুলে গেলাম,
হারাইলাম ধর্ম্ম, সতত কুকর্ম্ম,
কলুষিত জীবন:—
কহিতেছে পূর্ণচন্দ্র অকিঞ্চন,
রাধাবল্লভ তব পদে আকিঞ্চন,
করি দিবা নিশি হে দীনতারণ,
অন্তে রেখ দিয়ে চরণ ॥

রাগিণী রাম কেলী।

তাল কওয়ালি। ভজনের সুর।

কেন রে অবোধ মন, মত্ত হইয়ে সদা,
ভ্রমিতেছ ধন উপার্জ্জনে।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
যন্ত্রণা পাইবে আশা-বন্ধনে॥
অনিত্য বিষয়-জালে, বন্দি হয়ে সকলে,
আমার আমার বলে ভুবনে,
সুখ স্বপন যত, দেখিতেছ অবিরত,
সকলি হইবে হত, সেই দিনে।
সকলি জে'নো অসার, অনর্থের মূলাধার,
সারাৎসার বিনা, সব অকারণে:—
ত্যজিয়ে সুখ সম্পদ, ভাব সেই ব্রহ্মপদ,
হরি হরি বল সদা বদনে,
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, করিলে পদ সেবন,
অন্তে স্থান পাবে সেই চরণে॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল মধ্যমান।

মায়া-মদে মত্ত হয়ে ভুল কেন নিত্যধনে।
সে দিন আগত হ'লো ভাব সে দীন-তারণে॥
সংসারে থাকিবে যত, আমি আমি করিবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্ট রুষ্ট প্রতি ক্ষণে।
ভবে এসে চির দিন, হয়ে আছ জ্ঞান-হীন,
অন্ধ প্রায় হায় কেন, ভ্রম এ ঘোর কাননে॥
এ সংসার পরিহরি, রসনায় রটনা হরি,
কাটাবে কুরঙ্গ করি, কত আর ভব-ভবনে:—
যদি পেতে চাও মুক্তি, লও ভাগবত যুক্তি,
নিষ্কাম হইয়ে চল, সেই শান্তি-নিকেতনে॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি।

তাল ঝাঁপ তাল।

দীন হীনে কৃপা কর, পড়েছি ভব-সাগরে!
ভাবিতেছি এ কুল ও কুল, হায় অকুল পাথারে॥
প্রবল তুফানে মরি, বল উপায় কি করি,
তাই হে চরণে ধরি, তোমা বিনা কে উদ্ধারে।
দয়াময় নাম ধর, না যদি হে দয়াকর,
কলঙ্ক রবে তোমার, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে:—
তোমা বিনা এ ভুবনে, নাহি জানি অন্য জনে,
পার হইব কেমনে; শঙ্কা হ'তেছে অন্তরে॥
কোথা হে অগতির গতি, নিজ গুণে দাও গতি,
পূর্ণচন্দ্র মূঢ় অতি, তোমারে ডাকে কাতরে॥

রাগিণী মেঘ মল্লার।

তাল যৎ।

যন্ত্র না ঠিক হ'লে পরে, যন্ত্রণা যায় না রে দূরে।
বৃথা ভাই মন্ত্র প'ড়ে, কি হবে আর তন্ত্রধরে॥
তিনটি তারে আছে দেহ, সাহায্যেতে নাই রে কেহ,
সে সময় থাক্‌বে পড়ে, পড়বে যখন অন্ধকারে।
ভব পারে যাবার সম্বল, বল্ কি করেছিস্ রে পাগল,
জ্ঞান-অসিতে কাট রিপুদল, তবে চিন্‌বি কর্ণধারে:—
ডাক্‌ছে অধম পূর্ণচন্দ্র, কোথায় ওহে কৃষ্ণচন্দ্র,
ও শ্রীপদ নইলে মন্দ,-মতি তর্‌বে কি প্রকারে॥

রাগিণী টৌড়ী ভৈরবী।

তাল আড়া ঠেকা।

এমন কি ভাগ্য হবে, পাব ঐ রাঙ্গা চরণ।
সতত বাসনা মম, হৃদয়ে করি ধারণ॥
কেন ওহে দয়াময়, বঞ্চনা কর আমায়,
সদা মনে ভাবি তোমায়, ওহে বিশ্ব-নিকেতন।
কিসে অশিবনাশন! তুষিব দীন তারণ,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্র কিছু, না জানে তব সাধন॥

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ।

তাল এক তালা।

চল্ রে ভাই নিত্য-ধামে।
সংসারে সং সেজে কেন ভুল্‌তেছিস্ রে রাধার শ্যামে॥
আসল তত্ত্ব ভুলে গেলি, মত্ত হয়ে রঙ্গ-ধূমে,
রিপু দমন কর্‌বি যদি, ঘুরিস্ না আর মিছে ভ্রমে॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদাদি, মুক্ত হ'ল মধুর নামে,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্র কহে, মগ্ন হয়ে থাক্ সে নামে॥

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ।

তাল এক তালা।

যদি চাও সে রাঙ্গা চরণ।
ভক্তি-ভাবে ডাক রে মন, দেখিবে সে নীরদ বরণ॥
তুমি কার কে তোমার বল, কারে ভাব আপন আপন,
কেন মরূচ ভুতের ব্যাগার খেটে, ছিঁড়ে ফেল মোহ-বন্ধন।
দিন যে তোমার যাচ্চে কেটে, দীননাথে কর স্মরণ,
দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, কুপথে ক'র না ভ্রমণ॥

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ।

তাল এক তালা।

মন যে আমার ছুলছে হরি।
কিসে এ দোলা নিবারণ করি॥
হেরে ভব-নদীর তুফান, ছুলতেছে নাথ তনু-তরী,
এখন [illegible] ঘাটেতে ভাবছি বসে,
এস হে পারের কাণ্ডারী।
দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, ব'স ভক্তির হালটি ধরি,
অনায়াসে পারে গিয়ে, হবে নিত্য সুখের অধিকারী॥

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ।

তাল এক তালা।

চল্ আনন্দ-কাননে।
যদি তর্‌বি রে ভব-বন্ধনে॥
আমি শব্দ ঘুচে যাবে, আস্‌বিনে ভব-ভবনে।
মায়া-মদের নেসার ঘোরে, ভুলিস্ কেন পরম ধনে,
আসা যাওয়া যাতে যায়, কর্ রে কর্ এক্ষণে।
ভক্তিভাবে ডাক্ না তাঁরে, একাকী বসে নির্জ্জনে,
পূর্ণ চন্দ্রের এই ভাবনা, পাব তাঁরে কত দিনে॥

রাগিণী ললিত।

তাল আড়া ঠেকা।

কত দিনে পূর্ণ হবে, আমার মন-বাসনা।
সদা আকিঞ্চন মনে, কর দীনেরে সান্ত্বনা॥
কবে নাথ পাব আমি, তোমারে ত্রিলোক-স্বামী,
অধমেরে অন্তর্যামী, ক'র না আর বঞ্চনা।
অনুগত পূর্ণচন্দ্র, ভুক্তিতে চায় পূর্ণানন্দ,
ক'র না হে নিরানন্দ, দিও না আর যাতনা॥

রাগিণী বিভাষ।

তাল একতালা।

ভুল না রে ভাই সবে, চিন্তাকর নিত্যধনে।
ঘুচে যাবে যাওয়া আসা, তরিবে ভব-বন্ধনে॥
এলো রে অন্তিম কাল, বিগত হইল কাল,
নিকটে রবে না কাল, চিন্তিলে কালবরণে।
বশে থে'ক না মায়ার, ভজ ভাই নির্ব্বিকার,
শমনের অধিকার, রহিবে না আর:—
অকিঞ্চন পূর্ণচন্দ্র, কহে কোথায় চিদানন্দ,
অন্তে রক্ষা ক'র হরি, স্থান দিয়ে শ্রীচরণে॥

রাগিণী আলেয়া।

তাল আড়া ঠেকা।

দয়াময় কি অপরাধে, বল ত্যজিলে আমারে।
কিছু জানি না হে আমি, কেমনে তুষি তোমারে॥
নিয়ত বাসনা হরি, কিসে তোমায় তুষ্ট করি,
কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধাবারি, কোথা পাবে এ কিঙ্করে।
অতএব নারায়ণ, স্বগুণে দাও চরণ,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্রের মন, ভাসাও সুখ-সাগরে॥

রাগিণী রামেকেলি।

তাল কওয়ালি।

স্বার্থ [illegible]রে যদি, অর্থ ছাড়িয়ে সদা,
মত্ত হও রে হরি চরণে।
মর্ত্ত্যে আসিয়ে মন, মুগ্ধ হতেছ কেন,
বন্দী হইয়ে মোহ-বন্ধনে॥
পশিয়ে রঙ্গ-ভূমে, কেবল রঙ্গ ধূমে,
কাল হরিছ কুপথ ভ্রমণে,
সত্যেরি পরিহরি, আমার আমার করি,
আমি বড় বলিতেছ ভুবনে।
বল দেখি তুমি কার, কারে ভাব আপনার,
কি রূপে হইবে পার সেই দিনে,
কাল হ'ল গত, কাল আগত, ভুল না রে,
সেই কাল-গঞ্জনে:—
ওহে রাধাবল্লভ, কি জানি স্তব তব,
ভবধব কৃপা কর অধীনে,
দীন পূর্ণচন্দ্র, ভুঞ্জিয়ে সদানন্দ,
অন্তে যেন লয় পায় চরণে॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি।

তাল জলদ তেতালা।

ভক্তি বিনা মুক্তি কভু, হয় কি পাগল মন।
সর্ব্বদা অঙ্গেতে তুমি, লেপ সে ভক্তি-চন্দন॥
এসেছ যদি ব্রহ্মাণ্ডে, রত থাক জ্ঞান কাণ্ডে
আমি আমি দণ্ডে দণ্ডে, বলিতেছ কি কারণ।
কহিতেছে দীন পূর্ণ, করি রিপুদর্প চূর্ণ,
ভাবরে ভাবরে সেই, রাধাবল্লভ-চরণ॥

রাগিণী আড়ানা বাহার।

তাল কাওয়ালি।

হরি তোমার মহিমা কেবা জানে।
ভবে মুক্তি পায় জীব তব নাম শ্রবণে॥
করে যদ্দি নাম গান, অকুলে পায় পরিত্রাণ,
মম বাঞ্ছা এই মনে, পাই স্থান চরণে।
বেদাগমে আছে উক্তি, তুমি অগতির গতি,
পাপ হতে নাহি মুক্তি, বিনা ভক্তি-সাধনে॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল একতালা।

ওহে দয়াময়, কাঁপিছে হৃদয়,
অনুতাপানলে দহিছে মন।
একি করি কি করি, উপায় না হেরি,
কিসে ছিন্ন করি, এ মোহ-বন্ধন॥
কুবাসনায় সদা, ঘেরেছে আমায়,
সে দিনের পিতঃ, করি কি উপায়,
বল হরি কবে, ঐ রাঙা পায়,
মন-ভৃঙ্গ মম, হবে নিমগন॥
যে দিকে নিরখি, হেরি তমোময়,
দিবা নিশি মনে, হইতেছে ভয়,
পরিত্রাণ কিসে, পাব দয়াময়,
কত আর বল, করিব রোদনঃ—
পূর্ণচন্দ্র কহে, ধর ভক্তি-হাল,
উড়াও সঘনে, বিবেকেরি পাল,
জীর্ণ তরী তব, হবে না বানচাল,
অনায়াসে কূলে, করিবে গমন॥

রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিট।

তাল মধ্যমান।

হৃদয় কাঁপিছে কি কারণ।
কেন আজি ভাই সবে, করিছ ক্রন্দন ॥
এস হয়ে একপ্রাণ, করি হরি গুণগান,
যেই হরি নামে মুক্ত, হয়েছেন যোগিগণ।
ছাড় অতুল সম্পদ, স্মরণ কর সে পদ,
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, আসা হবে নিবারণ ॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল ঝাঁপতাল।

নাথ! তোমা বিনা আমি, কেমনে ধরি জীবন।
কৃপা করে এ অধীনের, নাশ এ ভব বন্ধন ॥
তোমা বিনা এ জগতে, আছে কেবা উদ্ধারিতে,
অন্তে দিব্য জ্ঞান দিতে, ওহে অখিলতারণ।
এ বৈভব পরিহরি, সদা মন বল হরি,
পূর্ণচন্দ্র যেন পায়, অন্তকালে ও চরণ ॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল ঝাঁপতাল।

কিবা জ্বলে অনল ভালে, গঙ্গা জটাজালে,
পার্ব্বতীপতি ত্রিপুরান্ত-কারণ।
নীলকণ্ঠ মহেশ, জয় গিরীশ উমেশ,
কত ভবে সব ক্লেশ, বল হে ভূতভাবন॥
প্রমথগণ পরিবৃত, হরিনাম গাও অবিরত,
ভয়ে পলায় রবিসুত, হেরি মূরতি ভীষণঃ—
জয় মকরধ্বজ-অরি, কেন এ মূরতি হেরি,
দীন পূর্ণচন্দ্র সদা, আনন্দে চিন্তে চরণ॥

রাগিণী নট বেহাগ।

তাল ঝাঁপতাল।

মন কত দিন আর, থাকিবে সংসারে।
মিছে কেন মায়া কর, অনিত্য এ ভব ঘোরে॥
ক্রমে যত যায় দিন, তত হয় তনু ক্ষীণ,
কেন না ভাব সে দিন, পড়ে মোহ-অন্ধকারে।
ত্যজ এই পাপ কায়া, কি হেতু করিছ মায়া,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্র কহে, চল শান্তিময়-পুরে॥

রাগিণী মেঘ মল্লার।

তাল কওয়ালি।

ভবে এসে কি করিলে এত দিন।
ভুলে আছ মায়া-মদে, বৃথা কাজে হয়ে লীর্ন॥
এ ঘোর সংসারে এসে, থাকিলে হে মায়াবশে,
বল কি করিবে শেষে, শুধিতে শমন-ঋণ।
যদি যাবে ভব পারে, চিন্তা কর নির্ব্বিকারে,
পূর্ণচন্দ্র কয় তোমারে, হইও না চৈতন্যহীন॥

রাগিণী আড়ানা বাহার।

তাল ঝাঁপতাল।

মায়ায় ভুলিলে কি হে এ সংসারে।
যত যেতেছে রে দিন, ততই মগ্ন অসারে॥
সাধনের ধন অমূল্য ধন, কিসে পাইবে হে সে ধর্ন,
আর কেন? হরি বলে, ত্যজ ভব অসারে।
যখন আস্‌বে রবিসুত, কোথায় রবে দারা সুত,
ঘুর না ঘুর না, মন, এ মোহ-ঘোরে:—
যদি চাও রিপু জিন্‌তে, চিন্তামণির চরণ চিন্তে,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্র কহে ভাব, সে বিশ্ব-আধারে॥

রাগিণী রাম কলা।

তাল কওয়ালি।

ওহে শ্যাম সুন্দর, নবীন নীরদ-রূপ,
সুমধুর তানে, বাজাও বাঁশি।
শুনিলে বাঁশির স্বর, স্থির না রহে অন্তর,
পড়ে পদে যোগী ঋষি আসি।
জয় জয় শ্রীধর, করুণারি সাগর,
রাখ ধরা অসুর বিনাশি,
দীনেরে কর পার, ওহে সত্যের আধার,
আমি তব পদ অভিলাষী॥
না পেয়ে কোন উপায়, পড়িলাম তব পায়,
দাও অধমেরে জ্ঞান-অসি,
ওহে জগতেরি প্রাণ, কে আর করিবে ত্রাণ,
দেখি যেন ঐ রূপ-শশি—
মনেতে আকিঞ্চন, দেহ নাথ দরশন,
অন্তে যেন ও চরণে পশি,
পূর্ণচন্দ্র কহে, দুঃখেতে হৃদয়, দহে,
দেখ নাথ সে সময়ে আসি॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া ঠেকা।

কোথা ওহে দীননাথ, ভুল না এ দীন জনে।
বাসনা সতত তোমায়, রাখিতে হৃদয় আসনে॥
তোমারে পাইতে হরি, সতত বাসনা করি,
কিসে এ ভবেতে তরি, ও চরণ-তরী বিনে।
এই দুস্তর সাগরে, পরিত্রাণ কেবা করে,
মূঢ়গতি পূর্ণচন্দ্রে, তার হরি নিজগুণে॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল আড়া ঠেকা।

মন রে কি সুখে আছ, এসে এ ভব-ভবনে।
ত্যজিয়ে অনিত্য সুখ, ভাব সত্য নারায়ণে॥
ভক্তি-রসে মজে মন, সে নাম কর স্মরণ,
পাবে সেই অমূল্য ধন, যাবে শান্তি-নিকেতনে।
নাম তাঁর দয়াময়, হন দীনেরে সদয়,
সেই দিনে পূর্ণচন্দ্রে, রাখিও রাঙ্গা চরণে॥

রাগিণী মল্লার।

তাল ঝাঁপতাল।

কি ভাবে আছ রে মন, আসি এই সংসারে।
মনে কি হয় না তোমার, যেতে হবে শমনাগারে॥
ভেবে দেখ নিরন্তর, নির্ম্মল করি অন্তর,
কিছু না রহিবে আর, কালের করালকরে।
এই কথা মনে হলে, ভাস কি নয়ন জলে।
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, চিন্তা কর সারাৎসারে॥

রাগিণী পরজ বাহার।

তাল আড়াঠেকা।

কত দিনে ওহে হরি, পুরাবে মন বাসনা।
ভাবি তাই মনে মনে, কবে পাইব সান্ত্বনা॥
কোথা হে অখিলপতি, সভয়ে করি মিনতি,
হীন জনে কর গতি, সহে না রিপু-তাড়না।
তব পদে নিরন্তর, পড়ে আছে এ কিঙ্কর,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্রে তার, ক'র না আর বঞ্চনা॥

রাগিণী বাগেশ্রী।

তাল আড়াঠেকা।

ওহে রাধাবল্লভ, কে জানে তব মহিমা।
আমি কি বলিব নাথ, ভাবিয়া না পাই সীমা॥
কিঞ্চিৎ জানিয়ে তত্ত্ব, মহেশ্বর ধ্যানে মত্ত,
জগতে নাহি বিদিত, ঐ রূপের উপমা।
এই মাত্র আছে জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি ত্রাণ,
পূর্ণচন্দ্রের কাঁপে প্রাণ, শুনিয়ে রিপুদামামা॥

রাগিণী কালাংড়া।

তাল কাওয়ালি।

ওগো বিপদ নাশিনী, নিস্তার এ দীন জনে।
দুস্তর সংসারে এসে, অস্থির হতেছি প্রাণে॥
পাপ কর্ম্মে রত মন, না করে তব সাধন,
দিবা নিশি ভ্রমি মাগো, এ ঘোর মায়া-কাননে।
অকৃতী অধম বলে, যেন মা থেক না ভুলে,
দেখা দিও অন্তকালে, পূর্ণচন্দ্র অভাজনে॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল ঢিমেতেতালা।

সংসারের কত খেলা, জেনেও কি তা জান না।
ঘুরিছ আমোদে কিন্তু, সুখ কিছু পাবে না॥
বন্ধুজন লয়ে সঙ্গে, কাটাচ্চ কাল নানা রঙ্গে,
ভাব না কি হবে শেষে, কত পাবে বেদনা।
সম্পদেতে অনুক্ষণ, হয়ে আছ নিমগন,
বিহরিছ নিশি দিন, পূরায়ে বাসনা:—
কহে পূর্ণচন্দ্র দীন, নিকট হ'লে সে দিন,
দিতে মুক্তি দিব্যজ্ঞান, শকতি কার হবে না॥

রাগিণী মোহিনী।

তাল মধ্যমান।

ভ্রান্ত হইয়ে কেন, ভ্রমিছ মায়া-কাননে।
এখনও উপায় আছে, ভাব সেই ভবতারণে॥
সকলি জানিবে মায়া, ভাই বন্ধু সুত জায়া,
ত্যজি মোহ অন্ধকার, চল নিত্য-নিকেতনে।
উদ্ধার হইবে যদি, হরিপদ ধর হৃদি,
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, মত্ত হও হরিচরণে॥

রাগিণী ঝিঝিট্-খাম্বাজ ।

তাল মধ্যমান ।

আপন বলিয়ে যারে, করিছ এত যতন।
জে'ন জে'ন মনে তুমি, সে কভু নহে আপন ॥
স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে, সতত নিকটে আসে,
ফেলিয়ে কুহক ফাঁসে, স্বকার্য্য করে সাধন ।
বাক্যসুধা-বরিষণে, তোষে মিষ্ট আলাপনে,
অন্তর গরলে পূর্ণ, ভুজঙ্গ যেমন:—
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, চেয়ে দেখ কি কৌশলে,
তোমারে দংশিবে বলে, করে ছিদ্র অন্বেষণ ॥

রাগিণী রামকেলী ।

তাল কাওয়ালি ।

ওহে হরি কেমনে, ও পদ পাব বল না ।
হীনমতি দীনে কত, করিবে হে ছলনা ॥
তোমারে পাবার তরে, আমি বহু আশা করে,
এসেছি ভবে এবারে, আশা পূর্ণ কর না ।
দেখি দুস্তর সাগর, কাঁপিছে মম অন্তর,
পূর্ণচন্দ্রে গুণাকর, দিও না আর যন্ত্রণা ॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল কাওয়ালি।

এ সংসারে এসে মিছে, গেল রে সময়।
হায় কি করিলাম আমি, শেষের সঞ্চয়॥
শ্বাস রুদ্ধ হবে যখন, প্রাণ বায়ু রবে না তখন,
পড়ে রবে এ সম্পদ, এই সুবর্ণ আলয়।
বৃথা কাজে হয়ে রত, করিলাম কাল গত,
এবে যে কাল আগত, করি কি উপায়:—
ভাবিতেছি মনে মনে, ত্রাণ পাইব কেমনে,
দীন পূর্ণ ওচরণে, কাতরে চাহে অভয়॥

রাগিণী সোহিনী।

তাল মধ্যমান।

কি আর কব তোমারে, বাক্যে হয় না হরিসাধন।
ঐক্য কর তারে তারে, তবে তাঁরে পাবে হে মন॥
গুরুদত্ত মহামন্ত্র, সহায় করি দেহযন্ত্র,
অন্তর-বাসরে চিন্ত, দেখিবে সে কমলনয়ন।
দেখ্‌তে এসে ভব মেলা, কর্‌তেছ রে কত খেলা,
দীন পূর্ণচন্দ্র কত, করিবে হে কাল ক্ষেপণ॥

রাগিণী আলেয়া।

তাল আড়াঠেকা।

কেন মন ভ্রমিতেছ, এ অনিত্য পান্থবাসে।
শান্ত হও ভ্রান্ত কেন, হতেছ লুব্ধ আশ্বাসে ॥
ত্যজ বৃথা অহঙ্কার, দেখ আগে অহং কার,
কিছু না রহিবে আর, সব যাবে কালবশে।
পড়ে মোহ-অন্ধকারে, বলিতেছ অন্ধ কারে,
ভাব সেই নির্ব্বিকারে, নির্ম্মল হৃদয়াকাশে:—
যিনি নীরদবরণ, দীনে দেন শ্রীচরণ,
দেখ' পূর্ণচন্দ্রে আরও, মজাইও না মায়াফাঁসে ॥

রাগিণী সুরট-মল্লার।

তাল আড়াঠেকা।

নিদয় হইয়ে প্রভু, কভু ভুলো না আমায়।
পড়ে বিপদ সাগরে, ডাকিতেছি হে তোমায় ॥
ওহে নীরদবরণ, না জানি তব ভজন,
কেবল করি রোদন, না দেখি কোন উপায়।
গভীর জলধি-জলে, মগ্ন করে রিপুদলে,
কৃপা করি হীন-বলে, রাখ রাঙ্গা পায়:—
দীন পূর্ণচন্দ্রে গতি, দেও হে অগতির গতি,
হরি তব নাম করি, অন্তে যেন প্রাণ যায় ॥

রাগিণী সুরট-মল্লার।

তাল একতালা।

কি কর কি কর, মায়া পরি হর,
ভজ রে শ্রীধর পামর মন।
যাঁর নামে হর, মত্ত নিরন্তর,
হৃদে ধর সেই, হরির চরণ॥
কিছুই বিকার, রেখ না রে আর,
সে ভীষণ দিন, আগত তোমার,
করুণা আধার, বিনা নাহি পার,
পার হতে তাঁরে কর রে সাধন।
পূর্ণচন্দ্র কহে, নাশ মোহ-পাশ,
ছাড় রে অবোধ এই ভব বাস,
তবে তাঁরে পাবে, হবে না হতাশ,
যেতে হবে না রে, শমন-সদন॥

রাগিণী রাগেশ্রী।

তাল আড়াঠেকা।

ও পদ পঙ্কজে মন, ভৃঙ্গ হয়ে কর বাস।
পাবে সুধা যাবে ক্ষুধা, রবে না শমনত্রাস॥
বিষয়কেতকী-বনে, আছে সুখ ভাব মনে,
ভ্রমিতেছ নিশি দিনে, নাহি অবকাশ:—
কণ্টক-যন্ত্রণা শত, দিচ্চে ক্লেশ অবিরত,
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত, তবু ত পূরে না আশ॥
তাই বলি ওরে মন, সতত করি যতন,
চরণ-পদ্মের মধু, কর অভিলাষ:—
কিঞ্চিত করিলে পান, লভিবে রে দিব্য-জ্ঞান,
পূর্ণ কর দীন হীন, পূর্ণচন্দ্রের মানস॥

রাগিণী ভৈরবী।

তাল আড়াঠেকা।

হায় কত দিন আর, থাকিবে সংসারে।
মায়া-জালে বদ্ধ হয়ে, কিছু না ভাব অন্তরে॥
এল দিন গেল দিন, দিন দিন তনু ক্ষীণ,
কি কর কি কর কেন, ভ্রমে ভ্রম অন্ধকারে।
সংসারেরি সুখ যত, মন সব জেনেছত,
আর ঘুমাইবে কত, চিন্তাকর নির্ব্বিকারেঃ—
পূর্ণচন্দ্রেরি বাসনা, হরি নাম কর রসনা,
আর ভবে আসিবে না, চল বৈতরণী-পারে॥

রাগিণী হাম্বির।

তাল আড়াঠেকা।

সদা মন বল রে কালী।
কালী নাম কর রসনা, কালের মুখে প'ড়বে কালী॥
কালী বিনা কে আছে আর, ভবার্ণবে করিতে পার,
কাল গত হ'ল তোমার, কবে আর বলিবে কালী।
এল কাল গেল কাল, কেন আর কাটাও রে কাল,
ঐ আসিতেছে কাল, জপরে জপরে কালী,
শান্তিময়ী কর শান্তি, পরিহরি রণ-শ্রান্তি,
দীন পূর্ণচন্দ্র হৃদে, জ্ঞানদীপ দে মা জ্বালি॥

রাগিণী বিভাষ।

তাল আড়াঠেকা।

আমি কি জানি হে বিভো, কি আছে তব চরণে।
ব্রহ্মা যোগী যে ধন লাগি, শঙ্কর ফেরেন শ্মশানে॥
ঐ চরণেরি বলে, ভাসিল শিলা সলিলে,
হিংসা দ্বেষ ছাড়ে পশু, আশ্চর্য্য শুনি শ্রবণে।
পাপি তাপি সাধু জন, অখিল মুক্তিকারণ,
শূলপাণি শিরে স্থান, পান যেই জন:—
পরশিয়ে ও চরণে, ধন্যা মান্যা ত্রিভুবনে,
পূর্ণচন্দ্রের সাধ মনে, রাখিতে হৃদয়াসনে॥

কীর্ত্তন অঙ্গ।

কত দুখ দিবে আর, ভবসাগরে আমারে।
যে দুখ পেতেছি আমি, কি কব তোমারে॥
পড়েছি ঘোর তুফানে, ব্যাকুল হ'তেছি প্রাণে,
কৃপাকর দীন হীনে, আতঙ্গে হৃদি বিদরে।
দুখের আর কি আছে বাকি, সতত ঝুরিছে আঁখি,
আরও বা কি আছে বাকি ওহে দয়াময়:—
পূর্ণচন্দ্রে কৃপা করি, দাও হে চরণ-তরী।
এ যাতনা পরি হরি, যাই ভবসিন্ধুপারে॥

রাগিণী ললিত।

তাল আড়াঠেকা।

ভক্তি-ভাবে তাঁরে সদা, কর রে কর স্মরণ।
ঘোর মোহ-নিদ্রা বশে, কেন রে থাক মগন ॥
যখন হবে নীরব, কোথা রবে এ বিভব,
দেহ তব হ'লে শব, শ্মশান হবে ভবন।
হিংসা দ্বেষ ত্যজ্য করি; চিন্ত ইষ্টপদতরী,
প্রাণভোরে বল হরি, ছাড় অহঙ্কারঃ—
শ্রদ্ধা-তুলসীদলে, মিশায়ে নয়নজলে,
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, চরণে কর অর্পণ ॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল ঢিমেতেতালা।

উদ্ধার কর আমারে।
কত রব অচেতন, এ ঘোর সংসারে ॥
এ বিষম তুফান দেখে, হৃদি কাঁপে থেকে থেকে,
এ অকূলে রাধাবল্লভ, তোমা বিনা কে বা তারে।
ওহে ভবের কাণ্ডারি, কেমনে ভয় নিবারি,
এসেছি শরণ লতে, তব রাঙ্গা পায়ঃ—
দয়াময় নিজগুণে, পূর্ণচন্দ্র অকিঞ্চনে,
চরণ-তরি বিতরণে, ল'য়ে যাও ভবপারে ॥

রাগিণী পরজ।

তাল কাওয়ালি।

মন ভ্রমিতেছ সদা, ভ্রম-কাননে।
বারেক নাহি বিশ্রাম, হত জ্ঞান কি কারণে॥
ইন্দ্রিয় সুখেতে মন, রত থাক অনুক্ষণ,
হয় না হরি সাধন, ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
ভীষণ করাল কাল, পাতিয়ে রেখেছে জাল,
কেমনে হবে উদ্ধার সেই দিনে:—
ভাই বন্ধু সুত দারা, কোথায় রহিবে তারা,
কাঁদিয়ে হইবে সারা, শূন্যময় ভবনে॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল কাওয়ালি।

হরি পদে মজ রে মন।
এস এস করি সদা, সে নাম কীর্ত্তন॥
অসীম তাঁহার শক্তি, কে করিতে পারে উক্তি,
বিনা সে চরণে ভক্তি, মুক্তি পায় কোন জন।
তিনি হে অখিলপতি, কি জানি তাঁহার স্তুতি,
আগমে নিগমে যাঁর, নাহি তত্ত্বনিরূপণ:—
যখন আসিবে কাল, ঘটাবে ঘোর জঞ্জাল,
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, ধর সেই শ্রীচরণ॥

রাগিণী সুরটমল্লার।

তাল আড়াঠেকা।

মন সদা ফিরিতেছ, এ সংসার-কাননে।
অবিরত হয়ে মত্ত, বৃথা সুখ অন্বেষণে॥
কুপথেতে অনুক্ষণ, কেন করিছ ভ্রমণ,
মায়াতে কেন রে মিছে, মগ্ন হও প্রতিক্ষণে।
সময় হবে যখন, কাল আসিবে তখন,
ভাই বন্ধু দারা সুত, চেয়ে রবে মুখপানে॥
দেখিবে রে অন্ধকার, করিবে রে হাহাকার,
শূন্যময় চারি ধার, গৃহ পূরিবে রোদনে।
সব হবে অকারণ, নিশ্চয় জে'ন রে মন,
দীননাথ বিনা ভাই, সে দিনের গতি নাই:—
অতএব থাকিতে বল, রসনাতে হরিবোল,
মূঢ় পূর্ণচন্দ্র বলে, ভাব সে দীনশরণে॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল কাওয়ালি।

কেন মোহে আছ অচেতন।
বারেক না হের করি, জ্ঞাননেত্র উন্মীলন॥
অনিত্য সুখের আশে, বদ্ধ আছ মায়া-পাশে,
না ভাবিছ পীতবাসে, নিত্য সুখনিকেতন।
পাপ চিন্তায় অবিরত, সদা থাক বিচলিত,
নাহি মান হিতাহিত, কিসের কারণ:—
নাহি তত্ত্ব আলাপন, না কর হরিসাধন,
না ভাবিছ কদাচন, শমন সদন॥
যন্ত্রণাময় সংসার, জেনেও কি জান না আর,
বহিতেছে অনিবার, আশাসমীরণ:—
ইহাতে লভিবে শান্তি, মন তোমার একি ভ্রান্তি,
পূর্ণচন্দ্রের লও যুক্তি, মুক্তি কর অন্বেষণ॥

রাগিণী সর্ফরদা।

তাল জলদতেতালা।

কেমনে ভুলিব তোমায়।

তোমা বিনা কে বারিবে ভব যন্ত্রণায়॥

তুমি বিপদ ভঞ্জন, তৃষিত চাতক মন,

তব মুখ হেরি নাথ, হৃদয় জুড়ায়।

যে দিনে কাল পূর্ণ হবে, বরিতনয় আসিবে,

ফেলিয়া পলাবে সবে, বন্ধু পরি জন:—

বল কে করিবে পার, ওহে ভব-কর্ণধার,

কেবল নাথ তুমি আমার, সে দিনের উপায়॥

বিষম বিষয়-রসে, মত্ত হয়ে মহোল্লাসে,

ভ্রমি সদা সুখ আশে, ইন্দ্রিয় সেবায়।

নাহি ধ্যান নাহি জ্ঞান, নাহি তত্ত্বানুসন্ধান,

পূর্ণচন্দ্রের আছে প্রাণ, ও পদ আশায়॥

রাগিণী সিন্ধুকাফি।

তাল ঝাঁপতাল।

আমার হৃদয়ে আসি, পূর্ণ শশী বিরাজ কর।
প্রকাশি পরম জ্যোতি, ভ্রান্তি তিমির হর॥
সতত তৃষিত মম প্রাণ চকোর,
পাইলে ও পদ সুধা হবে শীতল অন্তর।
পাইতে তোমার অন্ত, সদা ভ্রান্ত মুনি জন,
কে জানে তব রূপ, নাহি বেদে নিরূপণ:—
অবাঙ্মনসগোচর, তুমি পরাৎপর,
সগুণ নির্গুণ তুমি, তুমি সর্ব্ব মূলাধার।
পূজিতে পাদপদ্ম, বল সাধ্য কি আমার,
স্বগুণে অভাজনে, দেহ আশ্রয় তোমার—
তুমি অগতির গতি, জগত ঈশ্বর,
পূর্ণচন্দ্রে যেন বঞ্চন, না কর করুণাধার॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে নাথ, একাকী ফেলে আমারে।
না দেখিয়ে দয়াময়, প্রাণ যে কেমন করে॥
ঝরিছে আঁখির জল, ভাসিতেছে বক্ষস্থল,
কত আর কাঁদিব বল, পড়িয়ে ঘোর দুস্তরে।
বিষম-হিমে জর জর, কাঁপিতেছে কলেবর,
সহে না যন্ত্রণা আর, ওহে দয়াময়:—
স্থান দিয়ে শ্রীচরণে, রাখ হে আশ্রিত জনে
দীন পূর্ণচন্দ্রে আর, ভাসাইও না দুঃখনীরে॥

রাগিণী সহিনী বাহার।

তাল কাওয়ালি।

একি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে, ভ্রমিতেছি ভব দায়॥
রিপু দলে হয়ে কাল, ঘটালে ঘোর জঞ্জাল,
জ্বলিছে হৃদয়ানল, বল করি কি উপায়।
পূর্ণচন্দ্রের এই উক্তি, করহ তাঁহারে ভক্তি,
বিনা সেই আদ্যাশক্তি, এ যন্ত্রণা কে ঘুচায়॥

রাগিণী মুলতান।

তাল কাওয়ালি।

ভাব ভাব রে তুমি হরিচরণ।
অনুক্ষণ কেন ভবে কর ভ্রমণ॥
ভক্তিভাবে ডাক তাঁরে, মিলাইয়া তারে তারে,
কি কারণ এ সংসারে, মত্ত ওরে মন।
বিনা শ্রীনাথের পদ, বৃথা এ রাজ্য সম্পদ,
ভাব রে ভাব রে সেই বিপদ-বারণ:—
পূর্ণচন্দ্রের এই আশা, কবে ঘুচবে ভবে আসা,
সঘনে বদনে কর, হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।

তাল মধ্যমান।

কি ভাবে আছ রে মন, অনিত্য মায়া-কাননে।
ভেবে দেখ চির দিন, রবে না ভব-ভবনে॥
এ কানন পরিহরি, রসনায় রটনা হরি,
কেন বদ্ধ থাক বল, এ ঘোর মোহ-বন্ধনে।
যবে আসিবে শমন, কি করিবে হে তখন,
দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, ভজ সত্য সনাতনে॥

রাগিণী ললিত।

তাল আড়াঠেকা।

হায় নিদারুণ বিধি, এই কি তব ছিল মনে।
সৃজন করিলে কি হে, দহিতে বিষ আগুনে॥
আনিয়ে অনিত্য ভবে, যন্ত্রণা কতই দিবে,
সহে না সহে না আর, জীবন ধরি কেমনে।
দয়াময় নাম ধর, কেন আর বঞ্চনা কর,
কলঙ্ক হবে তোমার, ওহে দীননাথ:—
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, থেক না থেক না ভুলে,
স্থান দিও অন্ত কালে, তব রাঙ্গা চরণে॥

রাগিণী সহিনী-বাহার।

তাল কাওয়ালি।

কি দোষে হয়েছি দোষী তব চরণে।
দহিতেছি দিবা নিশি, বিষয়-বিষ আগুনে॥
তোমার মহিমা আমি, না জানি জগত স্বামী,
কৃপা করি অন্তর্যামী, দেখা দাও এ অধীনে।
দয়াময় নামধর, জগত যন্ত্রণা হর,
দীন পূর্ণচন্দ্রে আর, কত রাখিবে বন্ধনে॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল একতালা।

তোমার দিন যে গেল।
আর কেন মিছে মায়ায় ভুলে আছ বল॥
যত যাইতেছে দিন, ততই হ'তেছ ক্ষীণ,
কেন ভাব না সে দিন, কি হবে পথের সম্বল।
এ রঙ্গ ভূমির রঙ্গ যত ছিল, ক্রমে ক্রমে দেখ সব ফুরাইল,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা কুবৃত্তি বাসনায়, কিবা সুখ পেলে বল:—
অন্তিমেতে সার কর হরিনাম, পূর্ণচন্দ্রের তবে পূরে মনস্কাম,
নইলে নিশ্চিত নিরয়গমন, জনম হবে বিফল॥

রাগিণী আলিয়া।

তাল আড়াঠেকা।

জন্মেছ যে দিন ভবে, নিশ্চয় মরিতে হবে।
ধরিয়ে ভৌতিক দেহ, সমনেরে কে এড়াবে॥
তবে কেন ওরে মন, বৃথা চিন্ত অনুক্ষণ,
তারিতে ভব জীবন, ভাবরে ভাব কেশবে।
ক্ষণিকে যায় সময়, জীবন হতেছে ক্ষয়,
নিকট হ'ল সময়, দীন পূর্ণচন্দ্র ভাবে।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী।

তাল একতালা।

নীরদ বরণ, কি জানি সাধন,
কি সে ছিন্ন করি, এ মোহ বন্ধন।
মন অবিরত, কু-আশাতে রত,
হরি নামামৃত, না করে গ্রহণ॥
এ সংসারে এসে, হেরি নানা রঙ্গ,
থেকে থেকে নাথ, উঠিছে তরঙ্গ,
অন্তরেতে সদা, হতেছে আতঙ্ক,
বিষাদ-দানবে, করি নিরীক্ষণ।
পূর্ণচন্দ্র কহে, না পাইয়ে কূল,
সব শূন্য হেরি, হতেছি আকুল,
বল হরি আমি, কিসে পাব কূল,
কিরূপেতে যাই, তব নিকেতন॥

রাগিণী মুলতান।

তাল কাওয়ালি।

মন মজরে মজরে হরি চরণে।
বল কে আর তারিবে শ্রীহরি বিনে ॥
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক্রমে হতেছ মলিন,
চির দিন রবে কি ভব বন্ধনে:—
কি কর কি কর, কলেবর জর জর,
স্মর দুঃখহর ; জলদ বরণে,
যেতে হবে না রে, রবিসুত সদনে ॥
গেল কাল এল কাল, না মানিবে কালাকাল,
মায়াপাশে বদ্ধ রে কি কারণে:—
ভজরে শ্রীধরে, যদি যাবে ভব পারে,
সেই জ্যোতি রাখ হৃদয় আসনে,
আর আসিবে না মায়াময় ভুবনে ॥

— —

রাগিণী বাগেশ্রী।

তাল আড়াঠেকা।

ভ্রান্তি বশে কারে মন, সদা ভাবিছ আপন।
জান না কি ভাবে ভবে, ফিরিতেছে কত জন॥
যতক্ষণ আছ পদে, ভূষিত ধন সম্পদে,
তুষিবে হে পদে পদে, করি প্রাণপণ:—
মিষ্টবাক্যে সম্ভাষিয়ে, স্বকার্য্য লয় সাধিয়ে,
গমন করে অন্তরে, করিয়ে নিন্দাঘোষণ।
যবে দুঃখ-রাহু আসি, গ্রাসিবে ও সুখ-শশী,
কোথা যাবে হাসি খুসি, কোথা বন্ধু পরিজন:—
কেহ না রহিবে বশে, কবে মন্দ অনায়াসে,
পূর্ণচন্দ্র দুঃখে ভাসে, স্মরি এই আচরণ॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল একতালা।

ভজ মন নিরন্তর, কেশী-কংস-মর্দ্দনে।
পাইবে অনন্ত সুখ, যাবে না যম-সদনে॥
ভ্রমিতেছ কি কারণে, ঘোর মায়া-কাননে,
ত্যজি কুবাসনা, ভাবনা ভাবনা, সেই সত্য নিরঞ্জনে।
যিনি নির্ব্বিকার, করুণা-আধার, ঘুচান সংসার-বন্ধনে,
তাঁহারে স্মরিয়া, মানসে পূজিয়া, স্থান দেহ হৃদি আসনে—
অগতির গতি, ভাব সে শ্রীপতি, পূজা কর ভক্তি-চন্দনে,
পূর্ণচন্দ্র কয় নাহিক সংশয়, মুক্ত হবে ভব-বন্ধনে॥

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়াঠেকা।

ধরিয়ে নশ্বর দেহ, সতত সন্দেহ মনে।
এই দেহ এই আছে, না জানি যাবে কোন্ দিনে॥
দিনে দিনে দিন গত, এল দিনমণিসুত,
কেন রে মন নিদ্রিত, ভাব নিত্য নিরঞ্জনে।
মায়াতে মোহিত হয়ে, সদা বাসনা বিষয়ে,
বিষয়-বিষম বিষে, পূর্ণ জ্বলে নিশি দিনে॥

রাগিণী পূরবী।

তাল আড়াঠেকা।

আশ্রমে থাকিয়া তবে, কিবা সুখ বল;
আশ্রমনিয়ম যদি পালন না হল॥
যে আশ্রমে কর বাস, কি করিলে তার কাজ,
একবার দেখ চিত্ত, করিয়ে নির্ম্মল।
নহিলে সকলই বৃথা, নাহিক তার অন্যথা,
মিছে চেষ্টা সিদ্ধ করা, আশ্রম অন্তর ফল॥
যখন হয়েছ গৃহী, কার্য্য তার করিলে কি,
তব মুখ নিরখিয়ে আছে যে সকল:—
পিতা মাতা তেয়াগিয়ে, ভাই বন্ধুকে ভুলিয়ে,
আজীবন সুখ দুঃখ, তব করে যে সোঁপিল।
দেব গুরু সন্নিধানে, জ্ঞাতি বন্ধু বিদ্যমানে,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, সাক্ষী যে প্রবল:—
কুশ তুলসী তিল, পরশিয়ে গঙ্গাজল,
করিলে যে অঙ্গীকার, পূরণ কি হ'ল ?
যে হতে নরকত্রাণ, পেলে পুত্র গুণবান,
যতনে বিধান তার করহ মঙ্গল:—
হরি পদে রাখ মতি, অন্তে পাইবে গতি,
পূর্ণচন্দ্র কহে বাক্য, না হবে বিফল॥

রাগিণী রামকেলী।

তাল কাওয়ালি।

এসা রীত তেরা নাহি সাজে (মাধব হে)।
দিবস যামিনী, রৌতি সকলে, তুহাঁর চরণ লালসে॥
নাম গুণ গাই, ওমর গোঁয়াইনু,
দারা পুত্রাশ্রম, সব্‌কো ছোড়ে,
মুলুক মুলুক যাই, ভিক্ মাংকে খাই,
সুখ লালস সব, জড়সে তোড়ে।
আউর যো কুছ্, ধরম করম্ থা,
হাম্ ক্যা জানে, সব তুহাঁরি,
ক্যাসে সমঝেই এসা বদ্ নাম,
সব হি চাতুরী হামারি:—
কহে পূর্ণচন্দ্র, ক্যাসে মিলে গোবিন্দ,
তুরন্ত হমকো দে বাতাই,
চরণরেণু হোকে চরণ মে মিশাই,
এই ভিক্ষা মেরা, আউর কুছ্ নাহি॥

রাগিণী তিলক-কামোদ।

তাল আড়াঠেকা।

ভুবন মোহন রূপ, ভুবন মোহন তরে,
ধরিলে কি মহামায়া, (ওমা) কি ভাব হ'ল অন্তরে।
না পেয়ে তোর অন্তলীলা, ভেবে ভব হ'লেন ভোলা,
শবরূপে শয়িত ধরায়, ধরি পদ হৃদি পরে ॥
হইয়ে ভুবনেশ্বরী, শঙ্করে তোষ শঙ্করী,
আবার একি হেরি ওগো বিশ্বপ্রসবিনী:—
দশ মহাবিদ্যা রূপে, দাঁড়াইয়ে দশ দিকে,
সঞ্চারিলে মৃত্যুভয়, মৃত্যুঞ্জয় হৃৎকন্দরে ॥
করাল খর কৃপাণ, দেখি কার উড়ে প্রাণ,
কেহ বা পায় জীবন, হেরি অভয় তব করে:—
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চরণে কেউ করে লক্ষ,
পূর্ণচন্দ্র বলে রক্ষ, রক্ষ গো মা এ কিঙ্করে ॥

রাগিণী গৌরসারাঙ্গ।

তাল আড়াঠেকা।

—০০০—

কেন প্রভু দীন জনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনুতরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য নীরে দুটা, সৃজিলে সাগর;—
মোহ-পাল আশা-পবনে, ছটা দাঁড়ির মিলনে;
ডুবালে পাপ-সলিলে, পূর্ণচন্দ্রেরি হৃদয়॥

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
NO. 62. AMHERST STREET, CALCUTTA.
1885.